মুদ্রানীতি জানুয়ারি-জুন ২০২৩:
অর্থনীতি ও পুঁজিবাজারের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব

ড. আতিউর রহমান
সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
সভাপতি, উন্নয়ন সমন্বয়

বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস (বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর একাডেমিক উইং) আয়োজিত বিশেষ সেমিনারে ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে উপস্থাপিত।

Unnayan Shamannay

২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণার মাধ্যমে বছরে দুবার মুদ্রানীতি ঘোষণার সংস্কৃতি পুনরায় চালু করা হয়েছে।

ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক বাস্তবতায় ঘন ঘন মুদ্রানীতির পরিবর্তনই কাম্য (ভারতে বছরে ৬ বার মুদ্রানীতি ঘোষণা হয়)।

মুদ্রানীতির স্বকীয়তা বজায় রাখতে বাংলাদেশেও দু'মাস অন্তর মুদ্রানীতির অভ্যন্তরীণ বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে প্রকাশ করা যেতে পারে।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার বিবেচনায় মুদ্রানীতি ঘন ঘন পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে ...

Unnayan Shamannay

চ্যালেঞ্জিং প্রেক্ষাপটে এবারের মুদ্রানীতি ...

- চীনের 'জিরো কভিড' নীতি
- রশ-ইউক্রেন যুদ্ধ
- ইউরোপে জ্বালানি সঙ্কট
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণের বোঝা
- এশিয়ায় কভিডের নয়া ঢেউ নিয়ে শঙ্কা

বহিঃঅর্থনীতির চাপ

আর্থিক খাতে ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ এবং সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

অভ্যন্তরীণ সঙ্কট

সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর প্রভাব

- মূল্যস্ফীতি
- তারল্যে চাপ
- মুদ্রার অবমূল্যায়ন

সামষ্টিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতি এবারের মুদ্রানীতি অনেকটাই সংবেদনশীল

বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলসহ পণ্য ও ডলারের মূল্য কমতির দিকে। এসবের ইতিবাচক প্রভাব আমাদের বাজারেও নিশ্চয় পড়বে। তবে তা সময়-সাপেক্ষ।

Unnayan Shamannay

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আগেই কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক

বাজার থেকে ডলার বিক্রি করে টাকা তুলে নেয়ার পরও নীতি-সুদহার বাড়িয়ে মুদ্রা সরবরাহ সঙ্কোচন।

ব্যাংক ও এনবিএফআই-কে রেপো ও অন্যান্য তারল্য সমর্থন দেয়া। বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি।

ম্যাক্রো-প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশনের মাধ্যমে বিলাস ও অপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি কমানো এবং রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বাড়াতে প্রণোদনামূলক উদ্যোগ।

খেলাপি ঋণ ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মনিটরিং জোরদার।

Unnayan Shamannay

জানুয়ারি-জুন ২০২২ মুদ্রানীতির প্রধান বিবেচনা

লক্ষ্য

অর্থবছরের শেষে প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ ও মুদ্রাস্ফীতির হার ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ

সংলাপ

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদার, বিশ্ব ও স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান/গবেষক, ব্যবসায়িসহ অংশীজনদের মতামত গ্রহণ

গবেষণা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব গবেষণা এবং ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক সূচকগুলোর প্রক্ষেপণের ফলাফল অবলোকন

Unnayan Shamannay

এবারের মুদ্রানীতির অভিষ্ট লক্ষ্যসমূহ

মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারের চাপকে কমিয়ে ফেলা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত হার ধরে রাখা

উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থান-মুখী অর্থনৈতিক এজেন্টদের জন্য আর্থিক প্রবাহ বাড়ানো

Unnayan Shamannay

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে গৃহীত উদ্যোগ

রেপোরেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৬ শতাংশ করা হয়েছে। রিভার্স রেপোরেটও অনুরূপ হারে বাড়িয়ে ৪ শতাংশ করা হয়েছে।

পুনঃঅর্থায়ন বাড়িয়ে ও এলসি সম্পাদন মনিটর করে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃঅর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমদানি বিকল্প শিল্পে প্রণোদনাও রয়েছে।

ভোক্তা ঋণে সুদের হার ১২ শতাংশের বিষয়টি আনুষ্ঠানিক করা হয়েছে। তবে এই ঋণের পরিমাণ মোট ঋণের এক-দশমাংশের মতো। আমানতের ওপর ৬ শতাংশ লভ্যাংশের সীমা তুলে দেয়ায় তারল্য বাড়বে।

আমানতের লভ্যাংশের সীমা তুলে দেয়ায় 'অ্যাগ্রেসিভলি' আমানত সংগ্রহের প্রবণতা দেখা দেয়ার শঙ্কা রয়েছে।

Unnayan Shamannay

মুদ্রানীতিতে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট

অর্থবছর শেষে বাণিজ্য ভারসাম্য নেগেটিভ ২০.৯ বিলিয়ন ডলার।

চলতি হিসাব ভারসাম্য হবে নেগেটিভ ৬.৪ বিলিয়ন ডলার।

রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১০ শতাংশ।

আমদানি কমবে ৯ শতাংশ।

রেমিট্যান্স বাড়বে ৪ শতাংশ

রিজার্ভ হবে ৩৬.৫ বিলিয়ন ডলার

(আইএমএফ-এর হিসাব মানলে ২৯ বিলিয়ন ডলার)

Unnayan Shamannay

সতর্ক আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে মুদ্রানীতিতে

নেট ফরেন অ্যাসেট ১১ শতাংশ হারে কমলেও কয়েক মাসের মধ্যে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার বিষয়ে আশাবাদি বাংলাদেশ ব্যাংক

এই আশাবাদ বাস্তবে রূপ দেয়া কিছু শর্তের ওপর নির্ভরশীল

- রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ কদ্দিন চলবে এবং কতোটা গভীর হবে?
- মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার নীতি সুদহার বাড়ানোর দৌড় কবে থামাবে?
- কভিড-১৯ কি আবার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে?
- বিনিময় ও সুদের হার কতো তাড়াতাড়ি বাজারভিত্তিক করা যাবে?

Unnayan Shamannay

জানুয়ারি-জুন ২০২৩ মুদ্রানীতিটি সময়োচিত

ধেয়ে আসা বিশ্ব মন্দার প্রেক্ষিতে এই মুদ্রানীতি বাস্তবতার কাছাকাছি

আইএমএফ-এর সাথে চলমান ঋণ আলোচনাটিকেও বিবেচনায় রাখা হয়েছে

‘আর্থিক অন্তর্ভুক্তি’ ও ‘ক্যাশলেস সোসাইটি’র অঙ্গিকার বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি সংবেদনশীলতার প্রমাণ

Unnayan Shamannay

নতুন দিনে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

Unnayan Shamannay

> Before the crisis, mainstream economists and policymakers had converged on a beautiful construction for monetary policy. … we had convinced ourselves that there was one target, inflation. There was one instrument, the policy rate. … If there is one lesson to be drawn from this crisis, it is that this construction wasn't right, that beauty is not synonymous with truth. The fact is that there are many targets and there are many instruments. How you map the instruments onto the targets and how you use these instruments best is a very complicated problem.

Oliver Blanchard

Chief Economist for IMF from 2008 to 2015

Unnayan Shamannay

আর্থিক সেবাখাত সংক্রান্ত ভাবনা ও অনুশীলনে ‘প্যারাডাইম শিফট’

সনাতনী অনুশীলন ও নীতি–ভাবনা

আর্থিক সেবা খাতের উন্নয়নের জন্য গড়পড়তা উন্নয়ন পরিকল্পনা।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্যারাডাইম

সকল নাগরিকের জন্য আর্থিক সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্য নিয়ে নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার।

Unnayan Shamannay

টেকসই উন্নয়ন ভাবনার প্রেক্ষাপটে আর্থিক সেবা খাতের নয়া ভূমিকা

প্রচলিত ধারা

প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত বিভিন্ন রকম আর্থিক সেবা (প্রোডাক্ট) পরিবারগুলোর জন্য ও ব্যাবসায়িক উদ্যোগগুলোর জন্য বাজারে সরবরাহ করবে।

নয়া আর্থিকীকরণ

টেকসই উন্নয়ন ভাবনার প্রেক্ষাপটে পুরোনো আর্থিক সেবাদানকারি ও গ্রহণকারির আন্তঃসম্পর্ক নতুন কাঠামোয় রূপান্তর করা

নতুন দিনের চাহিদা

সামাজিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো মোকবিলায় আর্থিক সেবা সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

Unnayan Shamannay

এখন সময় উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ও মুদ্রানীতির

পাবলিক ঋণ বাড়ন্ত, রাজস্ব কমছে। সরকারকে অর্থ সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে 'ব্যালেন্স শিট' সম্প্রসারণ করতেই হবে।

'ফিসকাল স্পেস' তৈরি করে দিতে হবে যাতে করে সামাজিক সুরক্ষা জোরদার, ত্রাণ তৎরতা, ও সংস্কার কর্মকাণ্ড পরিচালনার পথ মসৃণই থাকে।

- এর ফলে নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য ও সেবার পেছনে ব্যয় করার সামর্থ বজায় থাকবে।
- উৎপাদনমুখী ও কর্মসংস্থান-সৃষ্টিকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্র আরও উর্বর হবে।
- নতুন করে দারিদ্র্যে পতিত হওয়া জনগণকে সুরক্ষা দিতে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় বিস্তৃত করা যাবে
- তবে খেয়াল রাখতে হবে তারল্যের অতিরিক্ত প্রবাহ যেন মুদ্রাস্ফীতি অনিয়ন্ত্রিতভাবে না বাড়ায়।

ইউরোপে অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে এশিয়ার উদীয়মান দেশগুলোর সামনে এখন অভ্যন্তরীণ চাহিদা বলশালী করার কোন বিকল্প নেই।

Unnayan Shamannay

“Monetary policy has implications for issues beyond inflation and payments, including climate change and inequality. ... The best way forward for central bankers is to use monetary policy to target inflation, while directing their regulatory powers at other pressing concerns.

- Barry Eichengreen

Professor of Economics, University of California, Berkeley

‘New-Model Central Banks’, Project Syndicate, February 9, 2021.

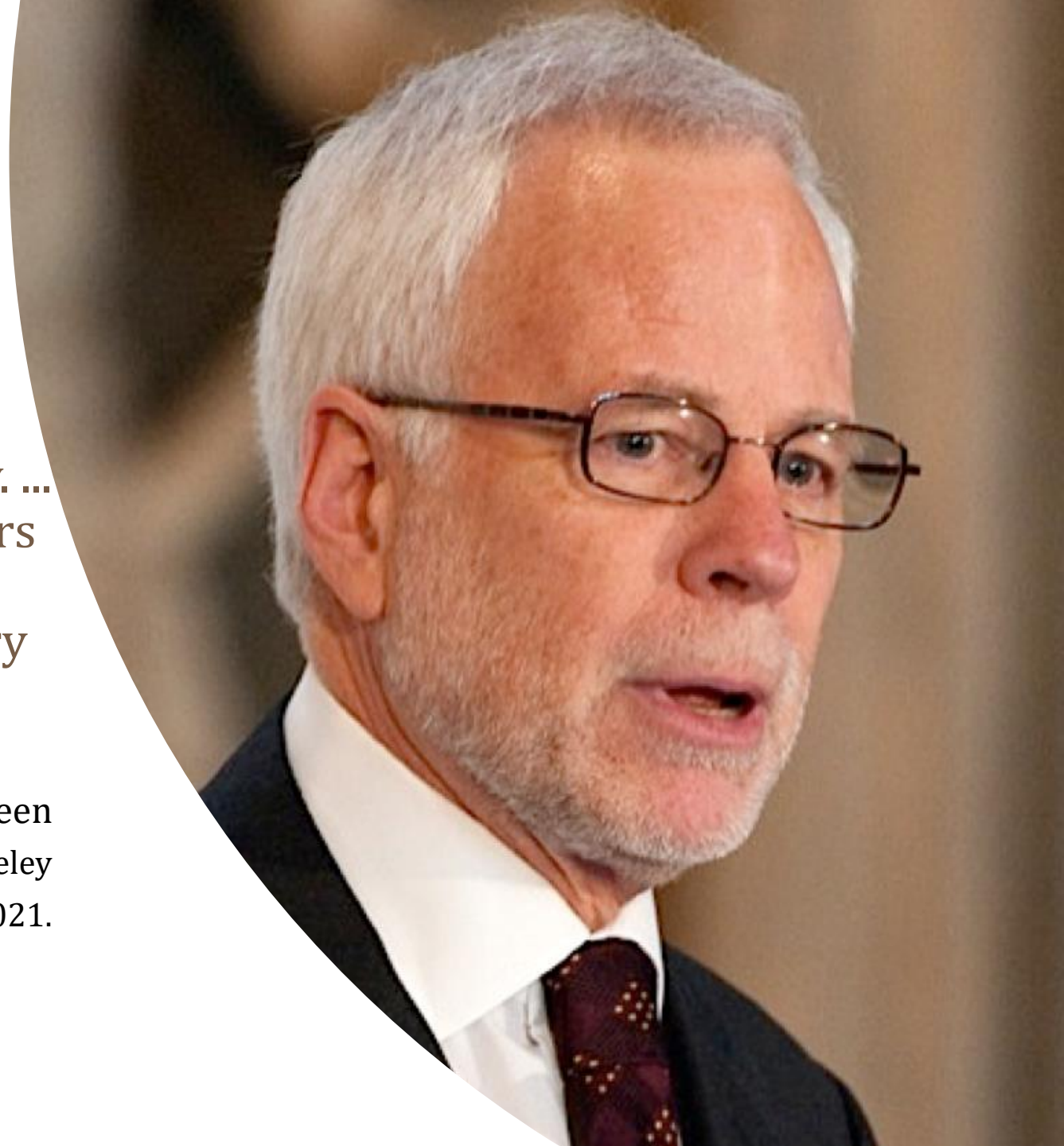

Unnayan Shamannay

বিশেষ করে সর্বশেষ (২০০৮-০৯) বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটকাল থেকে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নে জোর দিয়েছে

সকলের জন্য আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণ। কম খরচে নির্ভরযোগ্য আর্থিক সেবা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসের বিকাশ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।

আগে কম গুরুত্ব পেত এমন খাত/উপখাত (যেমন: কৃষি, এমএসএমই) এবং নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে সুনির্দিষ্ট ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগ।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পরিবেশবান্ধব সবুজ উদ্যোগে সম্পদ-প্রবাহ বাড়াতে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ।

যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে 'সামাজিক দায়বদ্ধতা-সম্পন্ন আর্থিক খাত গড়ে তোলার মাধ্যমে যতোটা সম্ভব মাঠ-পর্যায়ে প্রান্তিক মানুষের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। প্রকৃত অর্থনীতির বিকাশই মূল লক্ষ্য।

Unnayan Shamannay

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে

চ্যালেঞ্জ

২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় বাংলাদেশের অর্থনীতিও চ্যালেঞ্জের মুখে ছিলো

উত্তরণের পথ

প্রকৃত অর্থনীতিতে অর্থায়নের লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাপকভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযান শুরু করে

নীতি-কৌশল

সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে পৌঁছাতে কৃষি, এমএসএমই, নারী উদ্যোক্তা, সবুজ উদ্যোগ, ও ডিজিটাল অর্থায়নে অগ্রাধিকার

ফলাফল

শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি (রিজার্ভ বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ গতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন)

শক্তিশালী অর্থিক খাতের জোরে সরকার করোনাকালে জিডিপির ৫-৬%-এর মতো প্রণোদনা দিতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ২০২০-২১ সালেও চার শতাংশের কাছাকাছি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা গেছে।

Unnayan Shamannay

বাংলাদেশের মুদ্রানীতি ও পুঁজিবাজারের বাস্তবতা

Unnayan Shamannay

পুঁজিবাজারের জন্য মুদ্রানীতির সিদ্ধান্তগুলো বিশেষ তাৎপর্য বহন করে

মুদ্রানীতির সঞ্চালন ক্রিয়াকৌশল (ট্রান্সমিশন মেকানিজম) সকল ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটকেই প্রভাবিত করে

সকল বন্ডের লভ্যাংশ মুদ্রানীতির পলিসি রেট দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়ে থাকে।

খোলাবাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম তারল্যের বাজারের মতো পুঁজিবাজারেও প্রভাব ফেলে থাকে।

Unnayan Shamannay

বাসেল ০৩-এর আরও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুঁজিবাজারকে সবল করা সম্ভব

বাসেল ০৩-এর আরও কার্যকর বাস্তবায়ন পুঁজিবাজারকে আরও শক্ত ভিত্তি দিবে।

ব্যাংকগুলো পুঁজিবাজার থেকে আরও ইক্যুইটি ক্যাপিটাল তুললে পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়বে।

ব্যাংকগুলো টিয়ার ০২ ক্যাপিটালের জন্য বন্ড ইস্যু করলে বন্ডের বাজার বলশালি হবে।

Unnayan Shamannay

স্টক এক্সচেঞ্জে সরকারি বন্ড তালিকাভুক্ত করা একটি সময়োচিত পদক্ষেপ।

সরকারি বন্ডকে সঞ্চয়পত্রের বিকল্প হিসেবে দাঁড় করাতে পারলে সরকার কম খরচে ঘাটতি অর্থায়ন করতে পারবে। বিনিয়োগকারিরাও তারল্যের সুবিধা ভোগ করবেন।

তুলনামূলক কম সচেতন বিনিয়োগকারিদের জন্য কম ঝুঁকির সরকারি বন্ডগুলো বিশেষ উপযোগি হবে।

সরকারি বন্ডের বাজার তৈরিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিএসইসি যে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে, তা সফল করতেই হবে

ব্যক্তি পর্যায়ের বিনিয়োগকারিদের জন্য ডিজিটাল বন্ড-বাজার চালু হলেও আনেকেই তা জানেন না। সেজন্যই প্রয়োজন ব্যাপক আর্থিক স্বাক্ষরতা ('ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি') অভিযান।

Unnayan Shamannay

আর্থিক খাতের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পুঁজিবাজারকে বলশালী করে তোলা চাই

২০২২-এও এদেশের পুঁজিবাজার অনেকটাই সুপ্ত ছিল। সূচকের পতন হয়েছে ১০.৪ শতাংশ।

করোনা মহামারির পর অন্য পুঁজিবাজারগুলো ঘুরতে শুরু করলেও আমাদের পুঁজিবাজারে সে রকম গতিশীলতা দেখা যাচ্ছে না। তবে হালে কিছুটা নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে।

সাধারণ বিনিয়োগকারিদের সচেতনতার অভাব এবং বড় কোম্পানির পুঁজিবাজারে যুক্ত না হওয়া অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

Unnayan Shamannay

পুঁজিবাজারকে যথার্থ সক্রিয় করতে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ দরকার

বড় ও নির্ভরযোগ্য কোম্পানিগুলোকে আকৃষ্ট করতে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির জন্য ট্যাক্স-গ্যাপ ৭.৫%-এর বেশি করতে হবে।

কোম্পানিগুলোর আয় লুকিয়ে রাখার প্রবণতা ঠেকাতে অডিট প্রক্রিয়াকে নিয়মিত ও জোরদার করতে হবে।

এক্ষেত্রে ফাইনান্সিয়াল রিপোটিং কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিসেক, ও আইসিএবি'র সমন্বয় আরও জোরদার করতে হবে।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের নতুন নতুন পথ উন্মোচিত করতে হবে। যেমন: মিউচুয়াল ফান্ডকে আরও জনপ্রিয় করা যায়।

বিএসইসি সম্প্রতি ব্যুরো বাংলাদেশকে ৮% ডিসকাউন্ট রেইট-এ বন্ড ইস্যু করার অনুমোদন দিয়েছে। এ রকম আরও উদ্যোগ নেয়া দরকার।

Unnayan Shamannay

এবারের মুদ্রানীতিতে পুঁজিবাজারের প্রতি সমর্থন ...

- ব্যাংক-কেন্দ্রিক আর্থিক ব্যবস্থার পাশাপাশি বিনিয়োগের উপায় বহুমুখীকরণের প্রতি নীতি-সমর্থন।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো পুঁজিবাজারে তারল্য পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়ক হবে।

Unnayan Shamannay

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য চাই ‘কতিপয়ের জন্য নয়, সবার জন্য’ সামাজিক দায়বদ্ধ অর্থায়ন

“I really think we’re not going to eradicate poverty unless we have financial inclusion …

You have good finance, bad finance and ugly finance … you need to make it serve citizens, the SMEs, and not just the banker, or the wealthy, or the chosen few.”

- **Ceyla Pazarbasioglu**

Vice President, The World Bank

Unnayan Shamannay